এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩

(২০১৩ সনের ১৫ নং আইন)

বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ, এক্সচেঞ্জসমূহে কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক সু-শাসন প্রতিষ্ঠা, সিকিউরিটিজ এ বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়াবলী নিশ্চিত করিবার জন্য বিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু, বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ, এক্সচেঞ্জসমূহে কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক সু-শাসন প্রতিষ্ঠা, সিকিউরিটিজ এ বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়াবলী নিশ্চিতকরণ সমীচীন ও প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) "অর্ডিন্যান্স" অর্থ Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969));

(২) "অনুমোদিত স্কীম" অর্থ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত কোন ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন স্কীম;

(৩) "এক্সচেঞ্জ" অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীনে নিগমিত একটি শেয়ার দ্বারা সীমিত দায় পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী যাহা সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য একটি বাজার অথবা সিকিউরিটিজ এর ক্রেতা-বিক্রেতাদের কার্যক্রম পরিচালনায় সুবিধা প্রদান করে অথবা প্রয়োজনীয় সুবিধাদিসহ এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাহা সাধারণভাবে একটি এক্সচেঞ্জ এর সর্বপ্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করে;

(৪) "কমিটি" অর্থ এক্সচেঞ্জ কর্তৃক গঠিত কোন কমিটি;

(৫) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন;

(৬) "কোম্পানী" অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীনে গঠিত এবং নিবন্ধিকৃত কোন কোম্পানী বা কোন বিদ্যমান কোম্পানী;

(৭) "কৌশলগত বিনিয়োগকারী" অর্থ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত দেশী বা বিদেশী কোন প্রতিষ্ঠান;

(৮) "ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট (ট্রেক)" অর্থ এই আইন কার্যকর হইবার পর কোন এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ অনুমোদিত স্কীম অনুযায়ী ব্রোকার বা ডিলার হিসাবে লেনদেন করিবার যোগ্যতা অর্জন সাপেক্ষে উক্ত এক্সচেঞ্জ কর্তৃক ইস্যুকৃত সিকিউরিটিজ লেনদেনের অধিকার সম্বলিত সনদ;

(৯) "ডিপজিটরি" অর্থ ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ৬ নং আইন) এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোন ডিপজিটরি;

(১০) "ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন" অর্থ অনুমোদিত স্কীম অনুযায়ী যেকোন এক্সচেঞ্জ এর সিকিউরিটিজ লেনদেনের অধিকার (Trading Right) হইতে উহার মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা পৃথকীকরণ;

(১১) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত;

(১২) "পরিচালনা পরিষদ" অর্থ কোন এক্সচেঞ্জ এর পরিচালনা পরিষদ;

(১৩) "প্রাথমিক শেয়ারহোল্ডার" অর্থ ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন এর তারিখে কোন এক্সচেঞ্জ এর শেয়ারের আইনগত মালিক;

(১৪) "বিদ্যমান এক্সচেঞ্জ" অর্থ কোন স্টক এক্সচেঞ্জ যাহা Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর অধীনে নিবন্ধিত অথবা নিবন্ধিত বলিয়া গণ্য এবং এই আইন কার্যকর হওয়ার তারিখে বাংলাদেশে কার্যরত;

(১৫) "ব্যক্তি" অর্থ স্বাভাবিক ব্যক্তিসহ (natural person) যে কোন কোম্পানী, অংশীদারী কারবার বা ফার্ম বা একাধিক ব্যক্তির সমিতি বা সংঘ তাহা নিবন্ধিত হউক বা না হউক;

(১৬) "ব্লকড হিসাব (blocked account) " অর্থ ধারা ৮ এর দফা (গ) অনুযায়ী কোন এক্সচেঞ্জ কর্তৃক ডিপোজিটরিতে খোলা হিসাব;

(১৭) "রেজিস্ট্রার" অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীনে কোম্পানীসমূহ নিবন্ধনের দায়িত্ব পালনকারী রেজিস্ট্রার বা অন্য যে কোন

কর্মকর্তা, তিনি যে নামেই অভিহিত হউন না কেন;

(১৮) "সদস্য" অর্থ বিদ্যমান এক্সচেঞ্জ এর কোন সদস্য;

(১৯) "সম্পর্কিত ব্যক্তি" অর্থ প্রাকৃতিক ব্যক্তিসত্ত্বার (Natural Person) ক্ষেত্রে তাহার স্বামী বা স্ত্রী, অথবা তাহার উপর নির্ভরশীল কোন ব্যক্তি, অথবা তাহার কোন অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদার, অথবা তাহার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার রহিয়াছে বা তিনি উহার একজন পরিচালক এমন কোন কোম্পানী বা নিগমিত সংস্থা, এবং আইনানুগ ব্যক্তিসত্ত্বার ক্ষেত্রে উহার সহিত সম্পর্কিত কোন আন্ডারটেকিং, কোম্পানী বা নিগমিত সংস্থা যাহা উক্ত আইনানুগ ব্যক্তিসত্ত্বার একটি নিয়ন্ত্রণকারী (holding), অধিনস্থ (subsidiary) বা সহযোগী (associate) কোম্পানী;

(২০) "সিকিউরিটিজ" অর্থ Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 2 এর clause (l) এ সংজ্ঞায়িত "securities";

(২১) "স্বতন্ত্র পরিচালক" অর্থ এক্সচেঞ্জ এর কোন পরিচালক, যিনি উহার ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা, সেবা, লেনদেন এবং উহার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার ধারকের সহিত সম্পর্কিত নহে।

(২) প্রসংগের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে, এই আইনে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969), ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন), আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন), কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন), ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ৬ নং আইন), বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে উক্ত শব্দ বা অভিব্যক্তি সেই অর্থ বহন করিবে।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন, চুক্তি বা আইনগত দলিলে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন

এক্সচেঞ্জ এর

৪। (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর ধারা ৫ অনুযায়ী স্কীম দাখিল এবং এই আইনের অন্যান্য বিধানাবলী অনুসরণ ও কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত কার্যক্রম

ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন

করিয়া বিদ্যমান এক্সচেঞ্জ এর সিকিউরিটিজ লেনদেনের অধিকার (Trading Right) উহার মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা হইতে পৃথকীকরণের মাধ্যমে ডিমিউচ্যুয়ালাইজ করিতে হইবে।

(২) এই আইন কার্যকর হইবার পর নিম্নলিখিত শর্তাবলী পরিপালন না করিয়া কোন এক্সচেঞ্জ অথবা কোন ব্যক্তি সিকিউরিটিজ লেনদেনের উদ্দেশ্যে এক্সচেঞ্জ কর্তৃক পরিচালিত কোন কার্যক্রম পরিচালনা বা সেবা প্রদান করিতে পারিবে না, যদি না,-

(ক) উক্ত এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত হয়;

(খ) উহা শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ একটি পাবলিক কোম্পানী হিসাবে নিবন্ধিত হয়;

(গ) উহা ডিমিউচ্যুয়ালাইজড হয়।

ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন এর জন্য স্কীম দাখিল

৩। এই আইন কার্যকর হইবার তারিখ হইতে ৯০ (নববই) দিনের মধ্যে বিদ্যমান এক্সচেঞ্জ ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন স্কীমসহ নিম্নলিখিত তথ্যাদি কমিশন এর নিকট দাখিল করিবে, যথাঃ-

(ক) উহার সংঘস্মারক ও সংঘবিধি পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রস্তাব যাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে পরিচালনা পরিষদের সদস্য হইবার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বিবরণ থাকিতে হইবে;

(খ) উহার প্রাথমিক শেয়ারহোল্ডারদের নামের তালিকা এবং তাহাদের প্রত্যেকের নামে নগদ অর্থের বিনিময় ব্যতিরেকে (For consideration other than cash) বরাদ্দতব্য শেয়ারের পরিমাণ;

(গ) ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পরিচালনা কাঠামো (Governance Structure) সংক্রান্ত Board and Administration Regulations , অথবা অনুরূপ বিধানাবলীর খসড়া;

(ঘ) প্রস্তাবিত প্রথম পরিচালনা পরিষদের পরিচালকদের তালিকা;

(ঙ) কমিটিসমূহের কাঠামো এবং উক্ত কমিটিসমূহে স্বতন্ত্র পরিচালকদের ভূমিকার বিস্তারিত বিবরণ;

(চ) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত যে কোন তারিখে এক্সচেঞ্জ এর আর্থিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন যাহা ডিসকাউন্টেড ক্যাশ ফ্লো, ডিভিডেন্ড ডিসকাউন্ট, এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু, সদস্যদের সম্মিলিত মূলধনের নীট সম্পদ মূল্য এবং ভবিষ্যৎ আয়ের বর্তমান মূল্য এর সংমিশ্রনে, অথবা কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য যে কোন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণে, কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত কোন

মার্চেন্ট ব্যাংকার অথবা বিদেশী ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক কর্তৃক প্রস্তুতত করিতে হইবে;

(ছ) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত যে কোন তারিখে তৎকর্তৃক অনুমোদিত কোন নিরীক্ষক কর্তৃক প্রস্তুততকৃত এক্সচেঞ্জ এর দায় ও সম্পদের পুনঃমূল্যনির্ধারণ (Re-valuation) এবং উহার ভিত্তিতে ১০ (দশ) টাকা অভিহিত মূল্যে (Face Value) শেয়ারের সংখ্যা নির্ধারণ;

(জ) উহার ইস্যূতব্য শেয়ারসংখ্যাসহ অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধন সংক্রান্ত প্রস্তাব;

(ঝ) সংশ্লিষ্ট যে সকল বিধানাবলীর পরিবর্তন করিতে হইবে সেইগুলির খসড়া সংশোধনী প্রস্তাব;

(ঞ) স্বার্থ-সংঘাত নিয়ন্ত্রণ এবং বিনিয়োগকারীর স্বার্থ সংরক্ষণ পদ্ধতি;

(ট) স্ব-নিয়ন্ত্রক এর দায়িত্ব হইতে ব্যবসা কার্যক্রম পৃথকীকরণের পদ্ধতি;

(ঠ) শেয়ার মালিকানা বিস্তৃতকরণ পদ্ধতি এবং উহা অর্জনের জন্য সময়সীমা;

(ড) নতুন ট্রেক-হোল্ডারদের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে এক্সচেঞ্জ কর্তৃক যোগ্যতা, ফি নির্ধারণ, এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালনের জন্য সময়সীমা নির্দিষ্টকরণ;

(ঢ) অন্যূন ৩ (তিন) বৎসরের ব্যবসায় পরিকল্পনাসহ উহার লভ্যাংশ সংক্রান্ত নীতিমালা (policy on dividend), সম্ভাব্য মূলধনী ব্যয় (Capital expenditure) এবং অর্থায়নের উৎস সংক্রান্ত বিবরণী;

(ণ) ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন এর জন্য প্রয়োজনীয় অথবা উহার সহিত সম্পর্কিত অন্য যে কোন বিষয়।

স্কীম অনুমোদন

৬। (১) ধারা ৫ অনুযায়ী দাখিলকৃত স্কীম প্রাপ্তির পর অনধিক ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কমিশন তৎকর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত সংশোধনসহ বা সংশোধন ব্যতিরেকেই উক্ত স্কীম অনুমোদন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোন সংশোধন বা পরিবর্তন করিবার ক্ষেত্রে বিদ্যমান এক্সচেঞ্জকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিতে হইবে ।

(৩) দাখিলকৃত স্কীম ও তথ্যাদির মধ্যে অসম্পূর্ণতা থাকিলে উহা দূরীকরণের জন্য কমিশন সময় নির্দিষ্ট করিয়া বিদ্যমান এক্সচেঞ্জকে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) বিদ্যমান এক্সচেঞ্জ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, কমিশন, সংশ্লিষ্ট দলিলাদি প্রস্তুত করিয়া উহার সিদ্ধান্ত বিদ্যমান